নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করায় বিশ্বে অনেক রিপোর্টারকে কারাবরণ করতে হচ্ছে

এরিক গ্রীন
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২৭শে সেপ্টেম্বর -- মানহানি অথবা রাষ্ট্র প্রধানদের অপমান করার তথাকথিত অভিযোগে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সরকার কর্তৃক রিপোর্টারদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সমর্থকরা।

ভার্জিনিয়া-ভিত্তিক 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম কমিটি' জানায়, বেশকিছু গণতান্ত্রিক দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে সরকারি কোন কর্মকর্তার মানহানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, "যেখানে এ ধরনের দুর্বল দৃষ্টান্ত থাকার বিষয়ে আইন প্রণেতাদের আরো ভালভাবে জানা দরকার।" কমিটি জানায়, মানহানি আইন কার্যকর এ ধরনের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, ইথিওপিয়া, কম্পুচিয়া এবং তাজিকিস্তান।

বিশেষত ভেনিজুয়েলায় এই অবস্থা খুবই খারাপ। গত এপ্রিলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ভার্জিনিয়ার ঐ প্রেস গ্রুপ জানায়, ২০০৫ সালে কার্যকর হওয়া ভেনিজুয়েলার ক্রিমিনাল কোড "সংস্কার" করার মধ্য দিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট, অ্যাটর্নি জেনারেল, জাতীয় পরিষদের আইন প্রণেতা এবং উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের মানহানির ক্ষেত্রে শাস্তি কঠোর করা হয়েছে। মানহানি সম্পর্কিত কোন ডকুমেন্ট জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হলে সেজন্য পুর্বের সর্বোচ্চ ত্রিশ মাসের কারাদণ্ড বাড়িয়ে বর্তমানে সর্বোচ্চ চার বছর করা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফিডম কমিটির প্রকল্প পরিচালক জ্যাভিয়ার সিয়েরা ইউএসইনফোকে বলেন, ভেনিজুয়েলায় "অত্যন্ত কঠোর কিছু নতুন ফৌজদারি মানহানি আইন রয়েছে যা তারা প্রায়শই ব্যবহার করে থাকে। এ সংক্রান্ত নিবন্ধের জন্য (http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=August&x=200708311549421xeneerg8.655947e-02) ওয়েবসাইট দেখুন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত ২০০৬ সালে ভেনিজুয়েলার অবকাঠামো বিষয়ক এক সরকারি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে "ধারাবাহিক গুরুতর মানহানির" জন্য দেশটির সাংবাদিক জুলিও বালজাকে প্রায় তিন বছর কারাদণ্ড এবং প্রায় পনের হাজার ডলার জরিমানা করা হয়। বালজা ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের বাইরে একটি সেতু ভেঙ্গে পড়ার প্রেক্ষিতে ঐ মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন।

ভেনিজুয়েলায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগের নিন্দা করে নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস্' (সিপিজে) কারাকাস-ভিত্তিক সাপ্তাহিক 'লাস ভার্দাদেস ডি মিগুয়েল'-এর প্রতিবেদক হেনরি ক্রেসপো'র বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে দায়ের করা মামলাটির কথা উল্লেখ করে। ক্রেসপো ভেনিজুয়েলার গোয়ারিকো প্রদেশে সরকারি দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে রিপোর্ট করার পর "গুরুতর মানহানির" অভিযোগে প্রদেশটির গভর্নর তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ক্রেসপোকে ১৮ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

সিপিজে জানায়, "ভেনিজুয়েলায় একজন সরকারি কর্মকর্তার অফিসে তার আচরণের সমালোচনা করার জন্য একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে বিচার করার বিষয়টি তার পক্ষে ক্ষমতার গুরুতর অপব্যবহার। আর এই বিচারের ঘটনাটি দেশটির সকল সাংবাদিকের কাছে একটি শীতল বার্তা স্বরূপ।"

সংবাদ প্রতিবেদন ও বাক স্বাধীনতার উপর নেতিবাচক প্রভাব

স্বাধীন গ্রুপ 'ফ্রিডম হাউস' এর উপ-নির্বাহী পরিচালক টমাস মেলিয়া ইউএসইনফোকে বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে "অপমানজনক আইন" ও অন্যান্য বিধানসমূহ সংবাদ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে "সাংবাদিকরা যা করে থাকে তা করা থেকে কার্যকরভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।" তিনি বলেন, এসব বিধানসমূহ "বিশ্বের অনেক জায়গায় মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে বর্ধিত সমস্যা সৃষ্টি করছে।"

মেলিয়া বলেন, সংবাদপত্রকে সরকার প্রধানদের সমালোচনা করতে দেয়া এবং সাংবাদিকদের রক্ষা করতে "আইনী পরিবেশ" তৈরিতে "যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি" এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের "সহায়তা প্রচেষ্টাসমূহ" কর্তৃক "এর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে স্পষ্টত আরো কিছু করার আছে"।

তিনি বলেন, কুৎসা এবং অপমান সম্পর্কিত আইন এবং রাষ্ট্র প্রধানদের তথাকথিত মানহানির মত ইস্যুগুলো প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার প্রতিবেদনে উঠে আসে। যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসমুহের উচিত এসব ইস্যুগুলো তাদের মানবাধিকার এজেন্ডার শীর্ষে রাখা, কেননা সেগুলো "বাক স্বাধীনতা রোধ, বিশ্লেষণ এবং গণ-আলোচনা"র সঙ্গে সম্পর্কিত।

টমাস মেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের 'ফরেন সার্ভিস ইন্সটিটিউট' এর নিয়মিত বক্তা। এই প্রতিষ্ঠানটি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকর্তাদের সহায়তা দিয়ে থাকে।

সাংবাদিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা

১৯৬৪ সালে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত একটি মামলায় যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক এক সিদ্ধান্ত দেশটিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে জোরদার করতে সহায়তা করেছে। এর ফলে জন-নেতাদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার জন্য 'বিদ্বেষ' এর ধারণা একটি আবশ্যক শর্ত হিসেবে চালু হয়।

ঐ মামলায় (নিউ ইয়র্ক টাইমস কোং বনাম সুভিলান) একটি রুলিং প্রদান করা হয় যা যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর 'অবাধ গণমাধ্যমের গ্যারান্টিসমুহ'-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আদালত সিদ্ধান্ত জানায় যে, "যথার্থ বিদ্বেষ" ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কিত সকল বিবৃতি, এমনকি মিথ্যা বিবৃতি সমুহও, প্রকাশ করা যাবে। 'প্রথম সংশোধনী' দ্বারা এই অধিকার সুরক্ষিত। "প্রকৃত বিদ্বেষ" বলতে জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবৃতি অথবা বেপরোয়া ভাবকে বুঝায়, তাতে সত্য নিহিত থাকুক আর নাই থাকুক।

সুপ্রিম কোর্টের ঐ সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী অন্যান্য রুলিং এর প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে মানহানি মামলার বাদীগণ খুব কমই জয়লাভ করেছে। কেননা, লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগকৃত 'বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়' প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিনসাধ্য কাজ।

১৯৬৪ সালের সিদ্ধান্তের পূর্বে, সুপ্রিম কোর্ট মানহানি মামলাসমূহ থেকে গণমাধ্যমকে রক্ষা করতে 'প্রথম সংশোধনী' ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানায়। মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করার ফলে কোন ব্যক্তির সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে -- তার প্রেক্ষিতে এসব মামলা করা হয়।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ এর পক্ষে রুলিং দিতে অন্য আটজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এর সঙ্গে হুগো ব্ল্যাকও ছিলেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র "বেসরকারি কর্মকান্ড এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পর্কে গণ-আলোচনার প্রেক্ষিতে করা মানহানি মামলা না থাকলে শান্তিতে থাকতে পারতো। তবে

আমি এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ যে, কোন দেশ স্বাধীনভাবে চলতে পারে যেখানে দেশটির জনগণ তাদের সরকার, সরকারের কাজ অথবা সরকারি কর্মকর্তাদের সমালোচনা করার জন্য শারীরিক বা আর্থিকভাবে ভোগান্তির শিকার হতে পারে।”

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য ইউএসইনফোর (http://usinfo.state.gov/dhr/democracy/rule_of_law/press_freedom.html), and the 1964 Supreme Court case in "Landmark Decisions (http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0405/ijde/decisions.htm)" ওয়েবসাইট দেখুন।

‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম কমিটি’র প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ টেক্সট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (http://www.wpfc.org/Resources.html)-এ পাওয়া যাবে।

==========

**(ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা। ওয়েবসাইট: http://usinfo.state.gov)*

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য ‘আমেরিকান সেন্টার’-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে ‘আমেরিকান সেন্টার’-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*